OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 518 - 523
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বিজয় তেন্ডুলকরের ‘চুউপ! আদালত চলছে’ : পুরুষতন্ত্রের এক বিশ্বস্ত দলিল

ড. জিনিয়া পারভীন
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Inner voice of women, Patriarchy, Gender discrimination, Oppressed, Moral values.

Abstract
The renowned Marathi playwright Vijay Tendulkar has presented the inner voice of women[1] in the report of Bengali drama with great skill. A popular play by Vijay Tendulkar, written on the life story of a woman, is ‘Chup! Adalat Cholche’. The play in question establishes the issue of how women have been victims of patriarchy[2] for thousands of years, deprivation, disregard and gender discrimination.[3] Leela Benare is a shining example of how difficult it is for a highly educated woman to maintain her selfhood, that is, her own identity, in a patriarchal society. Through Leela Benare, the playwright wants to say that patriarchy is pervasive in all levels of society, such as religion, culture, and morality, which has oppressed[4] women. Along with this, playwright Vijay Tendulkar has also raised several questions about love, sexuality, marriage and moral values[5] prevalent in society.

Discussion

মারাঠি নাট্যজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন বিজয় তেন্ডুলকর। তিনি একাধারে নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের গিরগাঁওয়ে; এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।[১] তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামান্য কেরানি। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন করতে না পারলেও পিতার সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা তাঁকে একসময় বইমুখী ও বহুমুখী করে তোলে এবং কালক্রমে তিনি নানান বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে তাঁর নাটকের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বিজয় তেন্ডুলকর সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন যে, নাটক কেবল বিনোদন নয়— বরং সমাজের অপ্রিয় ও অন্ধকার দিকগুলিকে উন্মোচনের একটি বিরাট হাতিয়ার। তাই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংকটই তাঁর নাটকের মূল বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বিজয় তেন্ডুলকর রচিত নাটকের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল - ‘শ্রীমন্ত’ (১৯৫৫), ‘মানুষ নানাবাচে বেট’ (১৯৬২), ‘মী জিংকালো, মী হারালো’ (১৯৬৩), ‘অজাগর অনি গন্ধর্ব’ (১৯৬৬), ‘কবাল্যাচি শালা’ (১৯৬৪), ‘শান্ততা! কোর্ট চালু আহে’ (১৯৬৮), ‘গিধাড়ে’ (১৯৭১), ‘সখারাম বাইন্ডার’ (১৯৭২), ‘ঘাসিরাম কোতোয়াল’ (১৯৭২), ‘কন্যাদান’ (১৯৮৩) ইত্যাদি। তেন্ডুলকার তাঁর নাটকে বাস্তব জীবন, সমাজের অন্যায়, নারীর নিপীড়ন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও মধ্যবিত্তের ভণ্ডামিকে সাহসিকতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আপাত সম্ভ্রান্ত মানুষের অন্তরালে যে হিংস্র চরিত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লুকিয়ে থাকে তাকে উদঘাটন করেছেন। এ ছাড়া, জাতপাত, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কও তাঁর নাটকের অন্যতম বিষয়। সমালোচক বলেছেন, -

> "এই বিশিষ্ট নাট্যকার তাঁর জীবনে অনেক অন্ধকার মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই বেশিরভাগ নাটকেই নাট্যকারকে আমরা দেখি তার অভ্যন্তরীণ বৌদ্ধিক আলোড়নকে আপাত নিস্তরঙ্গতার মুখোশে ঢাকতে। ওঁর লেখা বেশ কিছু নাটকে, বিশেষত যে নাটকগুলি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বারংবার প্রকাশ পেয়েছে হিংস্রতা যা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। প্রকৃত জীবনের অনুভূতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা এই বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নাট্যকারের সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে লড়াই যেন বার বার দেখা যায়। বাস্তবতার ছোঁয়ায় তাঁর নাটকগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।"[২]

আমাদের সমাজে যারা নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত তাদের জন্য তিনি কলম ধরেছেন। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় সেই বিষয়টিকেও তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'চুউপ! আদালত চলছে' সেই ধারারই একটি বিশ্বস্ত দলিল। এটি এমন একটি নাটক যা নারীর আত্মমর্যাদা, সমাজের নৈতিক ভণ্ডামি এবং পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

'চুউপ! আদালত চলছে' নাটকটি তিন অঙ্কে রচিত নাটক, চরিত্র মাত্র আটটি। আলোচ্য নাটকের মূল চরিত্র লীলা বেনারে। তাকে কেন্দ্র করেই নাট্যকার তাঁর অভিপ্রায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। লীলা বেনারে একজন উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত নারী। সে একজন সুশিক্ষিকা। সময়ানুবর্তিতা ও সৌজন্যতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক, -

> "স্কুলে যখন প্রথম বেলটা বাজে আমার পা তখন দরজার চৌকাঠে। এই আট বছরে আমাকে একটা দিনও দেরি করে আসার জন্যে বকুনি খেতে হয়নি। আমি পড়ানো নিয়ে কখনও পিছিয়ে পড়ি না। সব খাতাপত্র ঠিক সময়ে দেখা হয়ে যায়। কেউ কোনোদিন আমার দিকে আঙুল তুলতে পারে না। আমি কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ি না।"[৩]

বেনারে যখন সামন্তকে নিজের সময়ানুবর্তিতা ও সৌজন্যতার কথা বলে তখন সামন্ত বেনারকে বলে –

> "আপনি কি মাস্টারনি?"[৪]

সামন্তর এই কথার মধ্যে উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি কালো অধ্যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কোনো নারী যদি শিক্ষক হয় তাহলে তাঁকে নানান কুকথার মুখোমুখি হতে হয়, ঠিক তেমনই বেনারেকেও শুনতে হয়েছে এমন কটু বাক্য।

আমরা সচরাচর নারী বলতে যা বুঝি সে নারী কিন্তু লীলা বেনারে নয়। তাকে পুরুষনির্মিত ছকে ফেলা যায় না। আসলে সে নারী, যে পুরুষতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে আজীবন। কিন্তু পুরুষনির্মিত সমাজে নারীর চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাই তো আমরা দেখি যখন লীলা বেনারের বয়স চোদ্দো ছিল, যখন সে জানত না পাপ কী তখন সে মন দিয়ে বসে নিজের মায়ের ভাইকে অর্থাৎ মামাকে। সে বিয়েও করতে চেয়েছিল। কিন্তু, -

> "সবাই-আমার মাও-এর বিরোধিতা করলেন। আর আমার সাহসী নায়কটিও লেজ গুটিয়ে পালালেন। কী রাগ হয়েছিল তখন তার উপরে-মনে হয়েছিল তার মুখটা মেরে ফাটিয়ে দিই আর থুতু দিই তার উপর! কিন্তু আমি বোকা ছিলাম তাই বাড়ির প্যারাপেট থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলাম-মরতে চেয়ে। কিন্তু আমি মরিনি। আমার শরীর মরেনি!"[৫]

আসতে আসতে সে বুঝতে পারে এই সমাজ পাপপুণ্য বলতে কী বোঝায়। তাই সে পুরুষনির্মিত সমাজেই, তাদের নির্দেশিত পথেই সে ফিরে আসে এবং নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করে।

নাটকের অন্যান্য চরিত্র যেমন, মিঃ কাশিকর, সুখাত্মে, দামলে, নানাসাহেব শিন্ডে প্রমুখ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কিছু সভ্য সমাজভুক্ত লোকের শবদেহ। তাদের ঠোঁটে বাজছে কিছু পুরোনো ভালো ভালো কথা, কিন্তু জঠরে সব অতৃপ্ত কামনা। তারা সমাজে নীতি প্রতিষ্ঠার নামে নারীর সামেন খাড়া করেছে নানান আদর্শ, কিন্তু নিজেরাই এক একজন আদর্শচ্যুত,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্খলিত মানুষ। এরা সমাজের সেই শ্রেণি যারা নিজেদের নৈতিক বলে দাবি করলেও নারীর স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। তাদের চোখে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী হল, -

> "সমাজের দেহে একটা অসুখ।"[৬]

তাদের মতে একজন নারীর গুরু কর্তব্য হল পুরুষসৃষ্ট সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার না করে সমাজের সেই উচ্চ মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোনো নারী এই নীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে দেশ ও দশের প্রধানতম শত্রু। কিন্তু পুরুষের সামনে আদর্শ কই? তারা যখন সব নীতি-আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু দৈহিক সুখভোগের জন্য একজন নারীর সঙ্গে দিনের পর দিন দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় তখন পুরুষতন্ত্র চুপ থাকে কেন? আসলে পুরুষ সমস্ত নীতি-নিয়ম সৃষ্টি করেছে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে। নারী তাদের কাছে ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, -

> "তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়।"[৭]

নাটকের কাহিনি অগ্রগমনের সাথে সাথে এই সত্যও আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীলা বেনারে বুঝতে পারে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন জীবনসঙ্গী দরকার, যে সুখে-দুঃখে তার পাশে থাকবে। তাই সে আবার প্রেমে পড়ে প্রফেসর দামলের। দামলে একজন বিবাহিত পুরুষ। তার পাঁচটি সন্তানও আছে। লীলা বেনারে এই সত্যটি জানত কি না তা আমাদের স্পষ্ট করে জানাননি নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর। তবে লীলা বেনারে তার সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালোবাসতেন প্রফেসর দামলেকে। বেনারের বিশ্বাস ছিল বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত থাকলেও পরিণত বয়সের প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ, -

> "এই প্রেম তো বুদ্ধিমতি প্রেম কারণ এবার এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধিমান লোকের প্রতি প্রেম ছিল। এটা প্রেমই নয়, এ তো পূজা!"[৮]

সেই পুজোর বেদিতে বেনারে সর্বস্ব দিয়ে বসে। সে ভাবতে শুরু করে জীবনে এবার সুখ সমাগত। কিন্তু তার ভাবনা আর বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে পারে না। কেননা,

> "...আমার বুদ্ধিসর্বস্ব দেবতা পূজা গ্রহণ করে সেখান থেকে চলে গেলেন। তিনি আমার মনও চাননি আমার আত্মিকতাও চাননি-এসব নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথাও ছিল না! [মৃদু স্বরে] উনি তো সত্যি দেবতা নন, উনি মানুষ। তাঁর জন্যে সবটাই শরীর-শরীরের জন্য শরীর! ব্যাস! আবার শরীর!"[৯]

বেনারের কথাতেই স্পষ্ট যে, প্রফেসর দামলে কেবলমাত্র শারীরিক সুখ পাওয়ার জন্যই বেনারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, জীবনসঙ্গী করার জন্য নয়। তাই লীলা বেনারের কোনো কাকুতিমিনতিই তার কানে ঢোকে না,

> "অকৃতজ্ঞ হয়ো না। এই শরীরই তো একসময় পুড়েছে আর তোমাকে দিয়েছে একটা অসম্ভব সুন্দর মুহূর্ত। মনে হয়েছে তুমি স্বর্গের কাছাকাছি চলে এসেছ! ভুলে গেছ সেটা? সেই মুহূর্তটা তোমাকে নিয়ে গেছে অনেক অনেক উঁচুতে স্বর্গদ্বারের কাছে। সেটা তুমি ভুলে যাবে?"[১০]

তা, ছাড়া সে নিজের মুখেও স্বীকার করেছে সে কথা। দামলের ঔরসে বেনারে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লেও বেনারে সমস্ত খুলে বলে প্রফেসর দামলেকে। সব শুনে তার প্রতিক্রিয়া, -

> "তুমি কোথায় যাবে তা তোমারই সমস্যা। আমি তোমার ব্যাপারে খুবই সমবেদনা বোধ করছি। কিন্তু আমি তো কিছুই করতে পারব না। আমার নিজের সুনাম তো রক্ষা করতে হবে।"[১১]

হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্রের অবহেলা, বঞ্চনা, উপেক্ষা ও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার তামাম বিশ্বের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লীলা বেনারে। লীলা বেনারের মাধ্যমে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে যেমন ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায় পুরুষতন্ত্র পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে অবদমিত করে রেখেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লীলা বেনারে যখন ভেবেছে যে, জীবনে এবার সুখ সমাগত তখন তাকে পুরুষতন্ত্রের কাছে ধাক্কা খেতে হয়েছে। জীবনে চলতে গিয়ে বারবার ঠোকর খেয়েছে ঠিকই, বারবার বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানবজাতির প্রতি কোনো কটূক্তি প্রয়োগ করেননি। সে নতুনভাবে আবার নিজের জীবনটাকে সাজাতে চেয়েছে। তাই তো আমরা দেখি, সুখাত্মে যখন প্রফেসর দামলেকে গালিগালাজ করে তখন বেনারে বলে, -

> "প্লিজ ওঁকে বদমাইশ বলবেন না। উনি ভালো লোক হতে পারেন। উনি পণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোক। মেয়েটি সে তুলনায় সামান্য। ও হয়তো তাঁকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি যে ওর মনে তাঁর জন্যে কত ভালোবাসা ছিল। মেয়েটি কোনো ব্যাপার নয় এই ক্ষেত্রে, বাচ্চার কথাটাই প্রধান।"[১২]

বেনারে নিজেকেই দোষারোপ করেছে। আসলে সে বুঝতে পেরেছে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব স্বর বলে কিছু নেই। তাকে পুরুষতন্ত্র যেমন চালাবে তেমনই চলতে হবে। নারী অপাঙ্‌ক্তেয়, অপর, অবলা। তাই সে আর নিজের জন্য কিছুই চায়নি। সে তার বাকি জীবনটা আগত সন্তানের কথা ভেবে আবার নতুনভাবে গড়তে চেয়েছে, -

> "আসলে তার কোনো দোষ নেই। কিন্তু তার পরিস্থিতি খুব গম্ভীর। ও বাচ্চাটাকে বড়ো করতে চায়। ও শুধু বাচ্চাটার জন্যেই বাঁচতে চায়। ও বিয়ে করতে চায়।" [১৩]

কিন্তু তার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

মাতৃত্ব বড় পবিত্র ধর্ম। তা ছাড়া, মাতৃত্বের কল্পনায় বিশেষ মাহাত্ম্য বিরাজ করে। আমরা নারীকে মানবজাতির মাতা হিসেবে স্বীকার করি। আমাদের সভ্যতায় তার সবসময় পূজা চলে। তোমার মাকে দেবতা রূপে পূজা করবে এই কথাই আমরা বাচ্চাদের ছোটোবেলা থেকে শেখাই। একজন মার বিশাল কর্তব্য আছে। তাঁর অস্তিত্ব দিয়ে তিনি ঐন্দ্রজালিক আবরণ তৈরি করেন তার শিশুকে রক্ষা করার জন্য। এই সমস্ত কথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শুধু বিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; অবিবাহিত মহিলার ক্ষেত্রে নয়। বিবাহবহির্ভূত মাতৃত্ব চিরকালই খুব বড় পাপ হিসাবে দেখা হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। পুরুষতন্ত্র বলে যদি বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো নারী তার বাচ্চাটিকে প্রতিপালন করার অঙ্গীকার করে তাহলে সমাজের অস্তিত্বে সংকট দেখা দেবে। নীতি-দুর্নীতি বলে সমাজে কোনো মূল্যবোধই বেঁচে থাকবে না। পুরুষ বলে, -

> "ভ্রূণহত্যা এক জঘন্য অপরাধ। কিন্তু একটি অবৈধ সন্তান প্রতিপালন করা আরও বেশি ভয়ংকর। এই কাজ যদি আমরা সমর্থন করি তাহলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানই আর বেঁচে থাকবে না। চারিদিকে শুধু অনৈতিক নৈরাজ্য চলবে। আমাদের চোখের সামনে ঐতিহ্যবাহী সমাজের স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।"[১৪]

এই পুরুষনির্মিত তন্ত্রের কাছে লীলা বেনারের শেষ ইচ্ছাটুকুও বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে পারে না।

তবে নারীর অবমাননা, বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের পেছনে নারীরাও অনেকাংশে দায়ী–এই বিষয়টিকেও প্রথিতযশা নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর সুকৌশলে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। নাটকের অন্যতম নামহীন নারীচরিত্র; যার পরিচয় মিসেস্ কাশিকর তিনি বিশ্বাস করেন যে, নারীরা শিক্ষিত হলেই সমাজ কালিমালিপ্ত হয়, পাপ কাজে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, -

> "এখনকার দিনে বিয়ে না করেও পারা যায়। মেয়েরা শুধুই আরাম করে। দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে কেউ চিন্তিতই নয়। দেখুন আমাদের সময়ে একটা মেয়ে যদি খাঁদা, কালো, কুঁজো বা যাই হত-তাহলেও তার বিয়ে ঠিকই হত। এই যে মেয়েরা এখন চাকরি করতে শিখেছে, তাতেই সব উলটোপালটা হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই তো সমাজে অপরিণামদর্শী যৌনচিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে।"[১৫]

শিক্ষাই কেড়ে নিচ্ছে কোমলতা, বিনয়, লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি যা নারীর সহজাত প্রবৃত্তি বলে একজন নারীর কাছে পরিচিত। কিন্তু এই ললনারা কখনই ভেবে দেখে না যে, শিক্ষাই মানবজাতির উন্নতির একমাত্র সোপান। ভারতবর্ষীয় নারীরা বহুকাল থেকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ ও জড়ের ন্যায় কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছে একমাত্র শিক্ষার অভাবেই। একজন সুশিক্ষিত নারীই পারে সমাজের-পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে, যা নারীকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নারীর শিক্ষার, স্বাধীনতার বিরোধী। তাই সব মিলিয়ে একজন নারীর কাছে একজন নারীর জীবন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...একটা বই যার পাতাগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি হয়ে গেছে। জীবন একটা বিষাক্ত সাপ যেটা নিজেই নিজেকে কামড়ায়। জীবন মানে একটা বিশ্বাসঘাতকতা। জীবন হচ্ছে একটা ধোঁকাবাজি। জীবন হল একটা নেশার বস্তু। জীবন হল এক ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা। জীবন মানে একটা কিছু যেটা কিছুই না-বা একটা শূন্যতা যেটার মানে অন্য কিছু।"[১৬]

পরিশেষে বলা যায় যে, বিজয় তেন্ডুলকর তাঁর চুউপ! আদালত চলছে' নাটকে পুরুষশাসিত সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর বেদনার্ত জীবনের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। প্রফেসর দামলে লীলা বেনারের শিক্ষার আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে যৌনতা উপভোগ করে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধী প্রফেসর দামলেই। কিন্তু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক অনুশাসনে নারীকে প্রলুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট করে যে পুরুষ সে বিচারের উর্ধ্বে থাকে। নাটকটিতে এভাবে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অমানবিক, অমানুষিক সহিংসতাকে তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকার শম্ভু মিত্র এ নাটক সম্পর্কে বলেন যে, -

> "আমাদের চারদিকের এই ভণ্ড, অক্ষম ও ঈর্ষাপূর্ণ লোকগুলোর মধ্যে আর একজন অনুভূতিসম্পন্ন লোকের ভণ্ডামি বা ধাপ্পাবাজি যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তার জীবনে যে কি গ্লানি আসতে পারে তা এই নাটকে চমৎকারভাবে রূপায়িত। সেই চরিত্রটি এই নাটকে একজন মেয়ে হওয়াতে অবস্থাটার নির্দয়তা আরো বেশি করে বোঝা যায়। অথচ যে মেয়েটি বিদ্রোহিনী নয়। সে সমাজকে তুচ্ছ করে একলা চলতে চায়নি। সে একটা সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল। সন্তান চেয়েছিল, এবং সন্তানকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একজন পিতা দিতে চেয়েছিল। এটাই তার অপরাধ। এবং সেই অপরাধের বিচার করে এমন কয়েকজন লোক, যারা সততায়, কর্মদক্ষতায় সব দিক থেকেই তার থেকে নিকৃষ্ট। এই ঘটনাটাই আমাদের সামাজিক জীবনকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উপলব্ধি করি যে আড়ম্বর করে যতো নীতিকথা ঘোষণা করা হয় আমাদের আজকের সমাজে, সে শুধু অপরের প্রতি দোষারোপ করার জন্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও সংবেদনশীল করবার জন্যে নয়।"[১৭]

পুরুষশাসিত সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত নারীর আমিত্বকে অর্থাৎ নিজস্বতাকে ধরে রাখা কতটা কঠিন লীলা বেনারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূলত নাটকের ভেতর নাটক (Meta-theatre) রচনার মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজ কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করে একা একজন নারীর চরিত্র হনন করতে চায়। সেই সঙ্গে নাট্যকার বিজয় টেন্ডুলকর সমাজে প্রচলিত প্রেম, যৌনতা, বিয়ে এবং নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

Reference:

১.https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Tendulkar&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=srp. Access on 07.04.2025 at 03: 10 AM
২. তেন্ডুলকর বিজয়, চুউপ! আদালত চলতে, শুক্লা বসু (সেন) অনূদিত, বিরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, ২০১৬, পৃ. ১৩১
৩. তদেব, পৃ. ২৬
৪. তদেব, পৃ. ২৬
৫. তদেব, পৃ. ১১০
৬. তদেব, পৃ. ১০৩
৭. রায়, ভারতী (সম্পা.) নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা, আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৬৬
৮. তেন্ডুলকর বিজয়, চুউপ! আদালত চলতে, শুক্লা বসু (সেন) অনূদিত, বিরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, ২০১৬, পৃ. ১১০
৯. তদেব, পৃ. ১১০-১১১
১০. তদেব, পৃ. ১১০-১১১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 58
Website: https://tirj.org.in, Page No. 518 - 523
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ৭৬।
১২. তদেব, পৃ. ৯৮
১৩. তদেব, পৃ. ৯৭
১৪. তদেব, পৃ. ১০৭
১৫. তদেব, পৃ. ৮৬
১৬. তদেব, পৃ. ১০৯
১৭. তেন্ডুলকর, বিজয়, চোপ, আদালত চলছে, এসবি যোশী ও নীতিশ সেন অনূদিত, গ্রন্থপীঠ, ১৯৭৬, মুখবন্ধ।